আইডেন্টিটি ক্রাইসিস

মীর সাদেক হোসেন

আজ রনের জন্য একটি বিশেষ দিন। কিন্তু রনের মনে আনন্দ নেই। মিলিনিয়াম ডোমের এক কোনায় ধূমায়িত নিকেলিয়ার মগ নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অলিসের পতাকার দিকে। শক্তিবর্ধক নিকেলিয়াও রনের বিষন্নতা কাঁটাতে পারছেনা। হঠাৎ বাতাসে খুব চেনা পারফিউমের গন্ধ। পেছনে তাকিয়ে দেখে এরিকা। অলিসে এরিকার মতো বন্ধু না থাকলে হয়তো রনকে অনেক আগেই এই গ্রহ ত্যাগ করে অন্য কোথাও বসতি গড়তে হতো। তারপরও রন অলিসকে এখনও নিজের করে মেনে নিতে পারেনি। এরিকা আজ বেশ উচ্ছ্বসিত। তা রনের জন্যই। আজ অলিসের সবগুলো খবরের কাগজে রনের সাইন্স অ্যাওর্য়াড অফ গ্যালাক্সি জেতার খবর বেরিয়েছে। যে কোন বিজ্ঞানীর জন্য তা দারুন খবর।
এরিকা জানতে চাইল, আজ নিউজ দেখেছ?
রন বিরস মুখে উত্তর দিল, হু।
রনের বিষন্নতা এরিকার দৃষ্টি এড়াল না। বলল, সবাই তো তোমার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। তোমার তো খুশি হওয়ার কথা। মুখ গম্ভীর করে আছো কেন?
রন কিছুক্ষন নীরব থেকে উত্তর দিল, এরিকা, ঠিক করেছি আমি অ্যাওর্য়াড নিতে যাব না।
এরিকা অবাক চোখে প্রশ্ন করল, যাবে না মানে?
রন দৃঢ় কণ্ঠ বলল, আমি ওই অ্যাওর্য়াড গ্রহন করতে পারব না।
গবেষণার ক্ষেত্রে রনের মতো সফলতা না পেলেও, এরিকাও অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানী । লজিক দিয়ে কিছু প্রমান করার ক্ষেত্রে এরিকা অতুলনীয়। তাই আবেগে বিচলিত না হয়ে রনকে প্রশ্ন করে, গ্রহন করবে না বুঝলাম, কিন্তু কেন করবে না সেই কারনটা কি জানতে পারি?
রন একটু থেমে বলল, সাইন্স অ্যাওর্য়াড নিতে আমাকে অলিস গ্রহের অধিবাসি হিসেবে যেতে হবে। আমি অলিওন হিসেবে অ্যাওর্য়াড নিতে পারব না। আমার দেহে বেলিজের রক্ত। আমি বেলিজী হয়ে অ্যাওর্য়াড গ্রহন করতে চাই।
রনের কথা কিছুই বুঝতে পারলনা এরিকা। বলল, তুমি এইসব কি বলছ? তোমার আবিষ্কার তো মানব সভ্যতার উন্নতির জন্যে। এখানে অলিস-বেলিজ আসছে কেন?
রন বিষন্ন কণ্ঠে বলল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে লেখা থাকবে এই আবিষ্কার অলিসের অধিবাসি রন দিইনভেন্টরের। আমি তো আমার অতীত ভুলে যেতে পারি না। আমি জীবনের প্রয়োজনে এই গ্রহে বসতি গড়লেও, আমার শিকড় তো বেলিজে। রন এরিকার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, আজ যদি তোমাকে অন্য কোন গ্রহের হয়ে অ্যাওর্য়াড দেয়া হয় তুমি কি তা গ্রহন করবে?
এরিকা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, তোমার আজ কি হয়েছে বলতো? তুমি তো সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করো, আবেগ তোমার কাছে অর্থহীন। তাহলে আজ কেন যুক্তি দিয়ে বাস্তবতা মেনে নিতে চাইছ না?
- আমি মেনে নিতে পারছিনা এরিকা। তোমার জন্ম এই গ্রহে, বেড়ে উঠাও এইখানে। তাই

তুমি আমার কষ্ট বুঝতে পারছ না। বেলিজের একটা প্রবাদ আছে, নাড়ীর টান বড় টান। বিশ্বাস কর এরিকা অলিসে আসার আগে আমি এইসব কথা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এইখানে এসেই তা উপলব্ধি করলাম। সাইন্স অ্যাওর্য়াড ঘোষণার পর থেকে এই টান আমি আরও বেশী অনুভব করছি। মনে হচ্ছে এই টান ছুঁটে গেলে আমি মহাশুণ্যে হারিয়ে যাব। আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
- রন, তুমি নিশ্চয়ই এই গ্যালাক্সির ইতিহাস ভুলে গেছ। এই গ্যালাক্সির ইতিহাস অনুযায়ী মানব সভ্যতার শুরু পৃথিবী নামের একটি গ্রহে যার প্রথম অধিবাসি ছিলেন অ্যাডাম আর ইভ। সেই অ্যাডাম এবং ইভের সময় থেকে মানুষ তার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেরিয়েছে। পঞ্চম বিশ্ব যুদ্ধের পর যখন পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে তখন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই মিল্কিওয়ের বিভিন্ন গ্রহে বসতি গড়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। অলিসের ইতিহাসও তো খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র দুশো বছর। আমার পূর্ব পুরুষরা জীবিকার তাগিদে ইন গ্রহ ছেড়ে এই গ্রহে বসতি স্থাপন করে। আমি তৃতীয় প্রজন্ম। আমি অলিসের অধিবাসি, আমার পরিবারের সবাই পুরোদস্তুর অলিওন। ইন গ্রহ ছেড়ে আমার পূর্ব পুরুষের এই গ্রহে বসতি স্থাপনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু জান বাড়িতে এখনও ইনের অনেক রেওয়াজই চালু আছে। আমার মা এখনও বিগ সানডে নাইটে আমাদের রাইনো রোষ্ট পরিবেশণ করেন। মা-র জন্ম এবং বেড়ে উঠা অলিসে হলেও গ্রান্ড মা-র কাছ থেকে শেখা ইনের এই ট্র্যাডিশন এখনও চালু রেখেছেন। আমি তোমার কষ্ট বুঝি রন। তোমার হৃদয়ে যে বেলিজ আছে তোমার পক্ষে তা কখনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অতীত ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়। তাই বলে বর্তমান এড়িয়ে যেতে চাইলে কি করে হবে?
- আমি বর্তমান এড়িয়ে যেতে চাইছি না, কিন্তু মনকে কিছুতেই বঝাতে পারছি না। আমার নিজে কে খুব স্বার্থপর মনে হয়।
- তুমি স্বার্থপর হতে যাবে কেন? তুমি মানব সভ্যতার কল্যানে যে অবদান রেখেছ তার তো কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া তোমার পৃষ্টপোষকতায় শ'খানেক চ্যারিটি অর্গানাইজেশন মানুষের উন্নতির জন্য প্রতি নিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। চাইলে তুমি অনেক সম্পদের মালিক হতে পারতে কিন্তু সবটাই বিলিয়ে দিয়েছ মানুষের জন্য। তুমি আবোল-তাবোল ভেবে নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ।
- এরিকা, বেলিজে যখন গৃহ যুদ্ধ শুরু হয় আমি আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, বুন্ধ-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে অলিসে একরকম পালিয়ে এসে নিজের জীবন বাঁচিয়ে ছিলাম। গৃহ যুদ্ধে আমার পরিবারের সবাই মারা যায়। আমি তাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমি ঘুমাতে পারিনা। চোখ বুঝলেই যন্ত্রণায় কাতর সেই প্রিয় মুখগুলো আমার চোখে ভাসে। খুব কষ্ট।
- আমি সত্যিই দুঃক্ষিত রন। কিন্তু দেখ তুমি যদি আজ অলিসে না আসতে তাহলে হয়তো তোমার প্রতিভা মানুষের কল্যানে ব্যবহারের সুযোগই পেতে না। যে সময় এখন তুমি গবেষণার পেছনে ব্যয় করতে পেরেছিলে তা হয়তো জীবন রক্ষা করার জন্য বেলিজের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থেকে ফুরিয়ে যেত। ইউনিভার্সিটি অফ জিনেস এর এক বক্তৃতায় তুমিই তো ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলে, জীবনে এমনি কিছু অর্জন করা যায় না। কিছু

অর্জন করতে হলে তার মূল্য দিতে হয়। যত বড় অর্জন তত বড় ত্যাগ। এ সব তো তোমারই কথা। মানুষ সৃষ্টির অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলেও এখনও প্রকৃতির কাছে অসহায়। প্রকৃতি হয়তো তোমার অলিসে আসার কারণ ঠিক করে রেখেছিল। আর সেই কারণ হয়তো বেলিজের গৃহযুদ্ধ।
- হয়তোবা তাই হবে। কিন্তু এরিকা, যতই দিন যাচ্ছে অলিস আমার কাছে ততই অসহনীয় হয়ে উঠছে। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারছিনা। আমি ঠিক করেছি বেলিজে ফিরে যাব।
- এখন কিন্তু তুমি স্বার্থপরের মত কথা বলছ। অলিস তোমাকে কি দেয়নি বলতো? তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন। জীবন রক্ষা করার জন্য বেলিজের মত বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকতে হয় না। তোমার গবেষণার জন্য ফান্ডিং থেকে শুরু করে, তুমি যখন যা চেয়েছ তখন তাই পেয়েছ। তাহলে কেন অলিস তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে? আর কি সহজে বললে বেলিজে ফিরে যাবার কথা। একবারও ভেবেছিলে আমার কথা? আমার কি হবে?

দুজনেই চুপ। কোন কথা নেই। রন ভেবে পায়না কি বলে এরিকাকে স্বান্ত্বনা দেওয়া যায়। দুজনেই বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একজন আরেক জনের দিকে। হঠাৎ ধাতব কণ্ঠের উচ্চ আওয়াজে দুজনের বিষন্নতা কাঁটে। শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখে আইন রক্ষাকারী সংস্থার শ্যাটল মিলিনিয়াম ডোমের মাঝখানে ভেসে আছে আর নিচে দাড়িঁয়ে আছে প্রায় বিশটি আইন রক্ষাকারী রোবট এবং তাদের কমান্ডার। কমান্ডার সবার উদ্দেশ্যে বলল, অলিস গ্রহের সম্মানিত অধিবাসিগন, অলিসে অবৈধ ভাবে অন্য গ্রহের মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যে যেখানে আছেন সেখানে থাকুন। সবার আই ডি চেক করা হবে। কথামতো আই ডি চেক শুরু হল। আইন রক্ষাকারী রোবট সবার আই ডি চেক করতে করতে এরিকা এবং রনের দিকে এগিয়ে এল। এরিকার আই ডি বাটনে আই ডি মিটার স্পর্শ করতেই স্ক্রিনে এরিকার সব তথ্য ভেসে উঠল। এবার রনের পালা। রনের জ্যাকেটে লাগানো আই ডি বাটনে রোবট মিটার স্পর্শ করল কিন্তু স্ক্রিনে কোন তথ্য দেখা গেল না। বেশ কবার করার পরও যখন কিছু হল না তখন আইন রক্ষাকারী রোবট রনকে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে বলল আর হ্যান্ডকাপ বের করল।

হ্যান্ডকাপ দেখে রন রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠল। রন চিৎকার করে বলল , জান আমি কে?
উত্তরে আইন রক্ষাকারী রোবট বলল, আপনি যেই হোন, এখন পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন। বাঁধা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না।
চিৎকার শুনে দলের কমান্ডার এসে জানতা চাইলেন, কি হয়েছে।
রন সম্পর্কে রোবট বলল, আই ডি মিটার কোন তথ্য দিতে পারছে না আর উচ্চারনে অন্য গ্রহের টান আছে, ডাটাবেজ অনুযায়ী তা গৃহযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বেলিজ গ্রহের, তাই এই মানুষটিকে পুলিশ স্টেশনে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে।

রন কমান্ডারের দিকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, জান তোমরা কাকে অ্যারেষ্ট করতে চাইছ?
কমান্ডার রনের দিকে ক্রু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অবৈধ অধিবাসিদের পরিচয় জানার

আমার কোন আগ্রহ নেই। তোমার মতো মানুষরাই এই সুন্দর অলিসের পরিবেশ নষ্ট করছে। তোমাদের ধরে অলিসকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। ঝামেলা না বাড়িয়ে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।
রাগে রনের মাথা গরম হয়ে গেল। বলল, জান আমি অলিসের অধিবাসি আর একজন সম্মানিত অলিসের অধিবাসিকে অপমান করার জন্য আমি তোমার নামে মিনিস্ট্রিতে নালিশ করতে পারি।
রনের কথায় কমান্ডারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আইন রক্ষাকারী রোবটদের উদ্দেশ্য বলল, একে শ্যাটলে তোলো।

রোবটরা রনের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখনি মিলিনিয়াম ডোমের জায়েন্ট স্ক্রিনে অলিস অধিপতি কেরাড্ এর ছবি ভেসে উঠল। সাথে সাথে যে যেখানে ছিল দাড়িঁয়ে গেল। কেরাড্ বক্তৃতা শুরু করলেন, সম্মানিত অলিসবাসী আজ অলিসের জন্য একটি বিশেষ দিন। আজ ক্লিন গ্রহে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পদক সাইন্স অ্যাওর্য়াড অফ গ্যালাক্সি ঘোষণা করা হয়েছে। আমার সৌভাগ্য আমি আপনাদের জানাতে পারছি যে এই অ্যাওয়ার্ড এইবার অলিস গ্রহের একজন বিজ্ঞানী জিতেছেন। মানব সভ্যতার উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই অ্যাওয়ার্ড যিনি জিতেছেন তিনি এক এবং অদ্বিতীয় রন দিইনভেন্টর। এই অর্জন অলিসের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করবে। মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে, অলিসের অধিবাসিদের পক্ষ থেকে মহামান্য রনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবার মঙ্গল হোক। বিদায়।

জায়েন্ট স্ক্রিনে আরও কিছুক্ষন রনের ছবি দেখানো হল। ভুল স্বীকার করে কমান্ডার রনের কাছে খুবই বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করলেন। কমান্ডার এবং আইন রক্ষাকারী রোবটরা তিন সারিতে দাড়িঁয়ে স্যালুট দিয়ে শ্যাটলের দিকে এগিয়ে গেল।

এতক্ষন এরিকা কথা বলার সুযোগই পাচ্ছিল না। সুযোগ পেতেই রনের পাশে এসে রনের হাত ধরল। এরিকার ঠোঁটে চাপা হাসি। রন জানতে চাইল, তুমি হাসছ যে?
এরিকা হাসতে হাসতে বলল, তুমি অলিসকে মুখে যাই বল না কেন, তোমার অবচেতন মন কিন্তু ঠিকই জানে তুমি অলিসের। নইলে কি আর তুমি কমান্ডারকে বলতে পারতে অলিসের অধিবাসিকে অপমান করার জন্য মিনিস্ট্রিতে নালিশ করার কথা।
রন কি বলবে ভেবে পায় না। মৃদু হেসে বোকার মতো প্রশ্ন করে, তাহলে এখন আমার কি করা উচিত?
এরিকাও হেসে বলে, কি আবার, সেলিব্রট।